CJOT Global Politics
4th Semester (H) → Kamal Sarkar

Unit-1-D. WTO.

Question ① GATT to WTO-সম্পর্কে আলোচনা কর।
② বিশ্বঅর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।

<u>WTO</u>
<u>GATT to WTO</u> } International Trade organization (ITO)-র

ছিল তৈরির পরিকল্পনা — multilateral organization - ITO.

A Draft - Havana conference in 1948 ITO প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়,
যেটি Havana Charter নামে পরিচিত। 56টি দেশের মধ্যে চুক্তি
দেশ স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু আমেরিকার কংগ্রেস 1950 সালে পরিষ্কার
ভাবে জানিয়ে দেয় যে এই চুক্তিটি তারা Ratify (অনুমোদন) করবে না। -

<u>GATT</u> (General Agreement on Trade and Tariff (শুল্ক))

⇒ অস্থায়ী চুক্তি, ITO গঠন না হওয়া পর্যন্ত গঠন হয়। 23 [illegible] 1948
সালে এটি স্বাক্ষর করে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি প্রায় 47 বছর ধরে
পরিচালনা করে। এটি কোন সংস্থা নয় এটি হল চুক্তি। এই অংশগ্রহণকারী
দেশ গুলিকে সদস্য না বলে 'Contracting parties' বলা হয়।

⇒ সব বাণিজ্যের দেশ শুল্ক হ্রাসের ব্যাপারে সবার মধ্যে ঐক্যমত্য হয়।

⇒ কৃষিজাত পণ্য ও textile (বস্ত্র) GATT এর আওতার বাইরে ছিল।

১০.১৪ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা
World Trade Organisation (WTO)

নিজেদের মধ্যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে বিশ্বের ২৩টি দেশ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা নামক শহরে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যা 'গ্যাট' (General Agreement on Tariffs and Trade বা সংক্ষেপে GATT) নামে পরিচিত। এই ২৩টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। ক্রমে আরও দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালে গ্যাট-এর সদস্যসংখ্যা ১১৪ তে দাঁড়ায়। চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি যাতে সময় সময় আলোচনায় বসতে পারে গ্যাট চুক্তিতে তার সংস্থান রাখা হয়। এরূপ আলোচনা ৮ বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। **অষ্টম বারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে।** এই আলোচনাকে উরুগুয়ে রাউন্ডও বলা হয়ে থাকে। এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী ১১৭টি দেশ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে আলাপ-আলোচনা করেও কোনোও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। এই অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্যাটের তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল **আর্থার ডাঙ্কেল** উরুগুয়ে বৈঠকের ভিত্তিতে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করলেন, যা ডাঙ্কেল প্রস্তাব (Dunkel Draft) নামে পরিচিত। সদস্য দেশগুলি এই খসড়া ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল অনুমোদন করে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে উরুগুয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে এবং সৃষ্ট হয় একটি নতুন সংস্থা, যার নাম **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation,** সংক্ষেপে WTO)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালের ১

Scanned with CamScanner

জানুয়ারি থেকে। এখনও পর্যন্ত ১৬৪টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ভারত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৯৯৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর।

উরুগুয়ে বৈঠকের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী WTO-র সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলতে বাধ্য স্থির হয় :

(১) সদস্য রাষ্ট্রগুলি কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ওপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ বা কোটা ধার্য করতে না। প্রয়োজনে কোটার পরিবর্তে স্বল্প পরিমাণে আমদানি শুল্ক ধার্য করতে পারবে।

(২) সুতি বস্ত্র এবং বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি কর্তৃক আরোপিত আমদানি কোটা তুলে দেওয়া হবে ১০ বছরের মধ্যে।

(৩) সদস্য-দেশগুলি শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করবে।

(৪) সদস্য দেশগুলি বিদেশি বিনিয়োগের ওপর কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না এবং স্বদেশি বিনিয়োগ ও বিদেশি বিনিয়োগের মধ্যে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

(৫) সদস্য-দেশগুলি খাদ্য, ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্টের পরিবর্তে উৎপন্ন দ্রব্যের পেটেন্ট চালু করবে।

(৬) ব্যাঙ্ক, বিমা, ভ্রমণ, জাহাজ পরিবহন, শ্রম প্রভৃতি সেবাকার্যকে গাট এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হবে।

বৈশিষ্ট্য :

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হল গ্যাটের উত্তরসূরি। গ্যাট প্রকৃতপক্ষে কোনো সংগঠন ছিল না ; এটি ছিল একটি চুক্তি মাত্র। কিন্তু WTO হল একটি বৈধ সত্তাবিশিষ্ট স্থায়ী সংস্থা।

(খ) WTO একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে এর কোনো অনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই।

(গ) WTO-র সকল সদস্য-দেশের ভোটদানের অধিকার সমান। বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ক্ষেত্রে একটি দেশের ভোটের মূল্য নির্ধারিত হয় দেশটির প্রদত্ত চাঁদার ভিত্তিতে। সুতরাং এগুলির তুলনায় WTO অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।

(ঘ) গ্যাট-চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না, কিন্তু WTO-র অধীন চুক্তিগুলি সদস্য-রাষ্ট্রগুলি মানতে বাধ্য।

(ঙ) WTO-র কার্যক্ষেত্রের পরিধি গ্যাটের থেকে অনেক ব্যাপক। গ্যাটের পরিধি পণ্যবাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; সেক্ষেত্রে WTO-র এক্তিয়ারের মধ্যে পণ্য-বাণিজ্য ছাড়াও ব্যাঙ্ক, বিমা, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

(চ) গ্যাটে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু WTO-র সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি 'বিরোধ নিষ্পত্তিকারী শাখা' রয়েছে এবং এর সিদ্ধান্ত বিবাদমান রাষ্ট্রগুলি মেনে নিতে বাধ্য।

গঠন : WTO-র সাংগঠনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হল মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (The Ministerial Conference)। এই সম্মেলন গঠিত হয় সদস্য-দেশগুলির বাণিজ্য মন্ত্রীদের নিয়ে। এই ধরনের সম্মেলন হয় মোটামুটি দুই বছরে একবার। প্রথম মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনটি হয় ১৯৯৬ সালে, সিঙ্গাপুরে। দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৯৮ সালে জেনেভায়। তৃতীয় সম্মেলন ১৯৯৯ সালে, সিয়াটলে এবং চতুর্থ সম্মেলনটি হয় ২০০১ সালে কাতার-এর দোহা শহরে।

মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ে কার্যপরিচালনার জন্য রয়েছে একটি সাধারণ পর্ষদ (General Council)। এটি সদস্য-দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করা, সমস্ত

Scanned with CamScanner

সেগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে বলে সাধারণ পর্ষদকে WTO-র 'প্রকৃত ইঞ্জিন' বলে অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গত, সাধারণ পর্ষদ যখন বিবাদ নিষ্পত্তির কাজ করে তখন একে বিবাদ নিরসন পর্ষদ (Dispute Settlement Body) বলা হয়। সাধারণ পর্ষদের অধীনে তিনটি পর্ষদ রয়েছে—(১) পণ্য বাণিজ্য পর্ষদ (Council for Trade in Goods), (২) পরিষেবা বাণিজ্য পর্ষদ (Council for Trade in Services) এবং (৩) বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার সংক্রান্ত পর্ষদ (Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একটি সচিবালয় (Secretariat) রয়েছে। এর প্রধানকে বলা হয় ডিরেক্টর জেনারেল।

উদ্দেশ্য : যেসব মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হয় সেগুলি হল :

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের বেড়াজাল অপসারণ করে মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

(খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের বিলোপ সাধন করা ;

(গ) সদস্য-দেশগুলির জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা, পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো ;

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলি যাতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে তার ব্যবস্থা করা ;

(ঙ) বিশ্ব-সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা ;

(চ) বিশ্ব-ব্যাপী একটি 'নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' (New Economic Order) গড়ে তোলা ; ইত্যাদি।

নীতিসমূহ : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তিনটি মূল নীতি আছে। প্রথম নীতিটি হল পারস্পরিকতা (reciprocity)। এই নীতি অনুসারে আলোচনা চলাকালে পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় নীতিটি হল স্বজাতীয় ব্যবহার (national treatment)। অর্থাৎ বিজাতীয় বা বিদেশি উৎপাদক ও দেশি উৎপাদক সরকারি নীতিতে একই ধরনের ব্যবহার পাবে। স্বদেশি উৎপাদকের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করা চলবে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই নীতির ব্যতিক্রম অনুমোদিত। যেমন, পরিষেবার ক্ষেত্রে এখনও বহু ব্যতিক্রম চলছে। তৃতীয় মূল নীতিটি হল সমদৃষ্টি। এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন WTO-র সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না, প্রত্যেকের প্রতি একই ধরনের আচরণ করতে হবে। যে দেশটি সর্বাধিক আনুকূল্য (most favoured) পাচ্ছে, সেই দেশ যে ধরনের আচরণ পাচ্ছে, অনুরূপ আচরণ প্রত্যেক WTO সদস্য দেশের প্রতি প্রদর্শন করতে হবে।

কার্যাবলি (Functions) : WTO চুক্তির ৩নং ধারা অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করবে :

(১) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তির শর্তগুলি রূপায়ণের জন্য বহুপাক্ষিক চুক্তির বিস্তারের জন্য একটি সংস্থা সৃষ্টি হবে।

(২) এই সংস্থা সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার একটি মঞ্চ (Forum) হিসাবে কাজ করবে।

(৩) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে এই উদ্দেশ্যে প্রণীত নিয়মাবলি অনুযায়ী এই সংস্থা বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা করবে।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করার যে কর্মপদ্ধতি চুক্তিতে স্থির করা হয়েছে, এই সংস্থা তা প্রয়োগ করবে।

(৫) বিশ্বের অর্থনৈতিক নীতিতে সংহতি আনার জন্য এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত কাজগুলি ছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করে থাকে :

(ক) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থাকে এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের এবং সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বের বাণিজ্যের ওপর নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) বিশ্ব-বাণিজ্যের যুগে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুনগুলি রূপায়িত করার জন্য এই সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়।

(গ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে বিশ্ব-বাণিজ্যের ব্যাপারে একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে হয়। এই সংস্থার অধীনে যেসব অর্থনীতিবিদেরা রয়েছেন তাঁদের কাজ হল বিশ্ব-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

(ঘ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি সচিবালয় রয়েছে যার কাজ হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উরুগুয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপায়ণের কাজে সাহায্য করা।

Scanned with CamScanner